the dailyobserver
We stand for people's rights
Date: 06/11/25 (Page: 06)

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) has signed agreement with BRAC to promote new verity of BRRI rice-2. BRRI Director General Dr Mohammad Khalequzzaman and Brac Senior Director Md Anisur Rahman shaking hands after signing an agreement on behalf of their organisations at a ceremony held at BRRI Conference room on Wednesday. BRRI Director (Administration) Dr Munnujan Khanam was present there as a Special Guest.

আমার দেশ

তারিখঃ ০৬/১১/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ ১২)

নতুন ১২ জাতের ধান চাষ করে কৃষিতে বিপ্লব

রাজীব হোসেন রাজু, লক্ষ্মীপুর

আধুনিক হচ্ছে দেশের কৃষি। উদ্ভাবন হচ্ছে নতুন নতুন ধানের জাত। উচ্চ ফলনশীল এসব জাতে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের। নতুন বেশ কয়েকটি ধান চাষ করে এরই মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন লক্ষ্মীপুরের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা আবদুর রহমান সোহাগ। এ বছর তিনটি নতুন জাতসহ মোট ১২টি জাতের ধান পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করেন তিনি। এর মধ্যে প্রায় পাঁচ জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। সোহাগ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার কুশাখালী ইউনিয়নের নলডগী গ্রামের ইব্রাহীম খলিলের ছেলে। তিনি লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আট বছর ধরে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত সোহাগ। ধান ছাড়াও সয়াবিন, সূর্যমুখী, সরষে, তিল, ক্যাপসিকাম, চুড়াইফলসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করেন তিনি।

জানা যায়, এ বছরের জুন মাসে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত লবণাক্ততা-সহনশীল, উচ্চ ফলনশীল বোরো ও ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী—এমন তিনটি নতুন ধানের জাত অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় বীজ বোর্ড। নতুন এ তিন জাত হলো—ব্রি ধান-১১২, যা মাঝারিমেয়াদি রোপা আমনের জাত ও লবণাক্ত জমির জন্য উপযোগী। ব্রি ধান-১১৩ জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য উদ্ভাবিত এবং জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান-২৯-এর বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ব্রি ধান-১১৪ ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী ও দীর্ঘ জীবনকালীন বোরো জাত; ব্লাস্ট রোগের কারণে যেসব এলাকায় ধানের ফলন কমছে, সেসব এলাকায় এই জাতটি চাষ করে কৃষকরা উপকৃত হবেন।

আবদুর রহমান সোহাগ জানান, ২০১৯ সাল থেকে তিনি কৃষির সঙ্গে জড়িত হন এবং ২০২১ সাল থেকে নতুন জাত নিয়ে কাজ করেন। বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে পরীক্ষামূলকভাবে ধানের নতুন নতুন জাতগুলো তিনি চাষ করেন। সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হাসান ইমাম জানান, সোহাগ একজন আদর্শ কৃষক। তিনি প্রতি বছর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে নতুন যে জাতগুলো উদ্ভাবিত হয়, সেগুলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করেন। এ বছর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের নতুন তিনটি জাত তিনি চাষ করেন। এরই মধ্যে নতুন জাতের ধানগুলো চাষ করে ভালো ফলন পাচ্ছেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ধান নিয়ে গবেষণা করে। সম্প্রতি আমরা আরো তিনটি নতুন জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি, যা পরীক্ষামূলকভাবে চাষ হচ্ছে।